ফুল হয়ে ফোটো

মূল

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

মোহাম্মদ হোবলস

ভাষান্তর

মুহসিন আব্দুল্লাহ
কায়সার আহমাদ
সামী মিয়াদাদ চৌধুরি

সম্পাদনা

কায়সার আহমাদ

শারয়ি সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ্ আল মাহমুদ

বানানসংশোধন

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

ফুল হয়ে ফোটো
শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল
মোহাম্মদ হোবলস

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook/pothikprokashon
Email: pothik1prokashon@gmail.com

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২০

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ২০২৩

২১শে বইমেলা পরিবেশক : প্রীতম প্রকাশ

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
bookriver.bd.net
signature of noor
raiyaanshop.com
hoqueshop.com

মূল্য : ৪২০/-

অর্পণ

হে রাসুলে আরাবি!

হৃদয় যখন ভেঙে পড়ে, তখন আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ি।
দুর্বল হয়ে যাই। আবার যখন আপনার কথা মনে
পড়ে, তখন আমি শক্তি ফিরে পাই। যুবক হয়ে যাই।

সূচিপত্র

মোহাম্মদ হোবলস

পূর্বকথা ৭

যেভাবে আমি দীনে ফিরি... .... ৯

একুশ শতকের এতিম ১৩

আপনি কি সত্যিই আহলে বাইতকে ভালোবাসেন? ১৭

হতাশা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ২২

ইংরেজি নববর্ষ উদ্‌যাপন ও মুসলিম সমাজ ২৫

ডিভোর্সের মহামারি ২৭

মায়ের সাথে আমার শেষ কথা ২৯

পাপের সাগর পেরিয়ে... .... ৩২

ফজরের সময় যা হয়! ৩৫

দীনের জন্য সমালোচনা ৩৬

আমাদের মুসলিম পরিচয়সংকট ৩৮

আপনার পাপগুলো সমগ্র উম্মাহকে আক্রান্ত করে ৪৪

মানসিক অসুস্থতা ৫১

প্রতারণার অনুদান এবং মুসলিম সমাজ ৫২

জীবনে যা হবার তা হবেই ৫৫

ঔদ্ধত্য ৫৬

আল্লাহ ক্যানসার দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন ৫৯

আমাকে আল্লাহর প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহকে আমার প্রয়োজন ৬৩

ধনী পুরুষকে বিয়ে করতে চাই ৬৭

কথোপকথন : ইসলামে বিয়ে ও বিয়ের অনুষ্ঠান ৬৯

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শক্তি ৭৫

আমাদের মসজিদগুলোতে যা হয় ৭৯

দীনকে প্রায় বেচে দিচ্ছিলাম!..৮০
মোহাম্মাদ নাজি-র মৃত্যু ও অন্যান্য ৮২
উম্মাহ্ জাগবে যখন... .... ৮৭
উম্মাহর অবস্থা ৯৫
প্রিয়জনদের সাথে যা করবেন না.. ৯৮
বছরের সেরা ১০ দিন..৯৯
আল্লাহর পক্ষ হতে সেরা উপহার ১০১
রামাদানে মুছে ফেলুন যত সব পাপ ১০৩

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

কুফফারদের উৎসব উদ্‌যাপন..১০৯
আমাদের বোনদের মুক্ত করুন!..১৩৫
ইরানে বন্দি আমার মাজলুম ভাইগণ ১৬৩
অন্যের নিকট দুআ কামনা করা ইসলামে অনুমোদিত? ১৭৩
আসুন প্রতিযোগিতা করি! ১৮১
কারাগারের স্মৃতি ১৮৮
মরুসিংহ (উমর মুখতার) ১৯৭
মুহাম্মাদ বিন আবদিল ওয়াহাব-এর পৌত্রের ঈমানদীপ্ত বৃত্তান্ত................... ২০৩
কোনো আত্মসমর্পণ নয় ২১০
ওহে ইসলাম! ২১৬
১০টি বিষয়—যা ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়.. ২১৯
কারাগারের ভাইদের সাথে বোনদের যোগাযোগ ২২৩
বিশ্বনবির বিরুদ্ধে অপবাদ ২২৬
আমি কি আমার দাড়ি ছেঁটে ফেলব? ২৩৭

পূর্বকথা

সকল প্রশংসা মহান প্রতিপালকের, যিনি এ কায়েনাতকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন এবং এ মনোরম পৃথিবীতে মানুষের বিচরণ ও সুন্দরভাবে বসবাস করার জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। অজস্র দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুলের শিরোমণি আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

মুসলিম উম্মাহর এখন উত্থানের সময়। পথহারা এবং দুনিয়া ও বস্তুবাদে ডুবে থাকা অসংখ্য মুসলিম মহান রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। দুনিয়ার পিছনে ছুটতে গিয়ে যখন আত্মিক পিপাসার উপলব্ধি মানুষের মনে জাগ্রত হচ্ছে, তখন তা নিবারণের জন্য ইসলামের সুশীতল ইলম এবং জীবনপন্থার দিকে মানুষ ফিরে আসছে। মন ভরে আত্মিক পানি পান করছে। এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করছেন উম্মাহদরদি কিছু দাঈগণ। যুগের চাহিদার আলোকে তারা উম্মাহর পথভোলা মানুষকে ইসলাহ্ এবং তরবিয়ত করতে এগিয়ে এসেছেন। তারা যেমন ইমান-আকিদা সহিহকরণের ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছেন, ঠিক একই সময়ে বস্তুবাদের অসারতা সুন্দরভাবে মানুষের মাঝে তুলে ধরছেন। আবার উম্মাহর প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েও তারা সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বর্তমান উম্মাহর গৌরব এমন দুজন দাঈ-এর নসিহত নিয়েই এই গ্রন্থের আয়োজন।

এ গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর দুজন পথিকৃৎ, ইসলামের দাঈ শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল এবং উস্তাদ মোহাম্মাদ হোবলস হাফিযাহুমুল্লাহ-এর লেকচার ও প্রবন্ধ দিয়ে। তাদের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

আমরা এই গ্রন্থমালা ছোটো ছোটো অনেকগুলো মুক্তো দিয়ে গেঁথেছি। প্রতিটি লেখা আপনাকে আপনার জীবন সম্পর্কে, দৈনন্দিন কর্ম সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে, নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করবে আপনার দৃষ্টিপটে। এখানে পাতায় পাতায় গেঁথে রাখা জেমসগুলো আপনার জীবনকে সাজাতে অনুপ্রেরিত করবে। নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা নিয়ে ইসলামের পথচলা সহজ করবে। ইনশাআল্লাহ।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেকচার এবং প্রবন্ধ একত্র করে একই মলাটে

এনে আপনাদের সামনে পেশ করার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। তিনজন অনুবাদক বইটি অনুবাদ করেছেন। মুহসিন আবদুল্লাহ, সামী মিয়াদাদ চৌধুরি, এবং আমি। তরুণ অনুবাদক আব্দুল্লাহ (আল্লাহ তাকে উচ্চ মাকাম দান করুন) ভাইয়ের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ, প্রাঞ্জল এবং পাঠ-উপযোগী করার চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠকের জন্য এটি সুখপাঠ্য হবে।

বইটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি। পাঠকের সুবিধার জন্য জটিল এবং দুর্বোধ বাক্যকে সরল বাক্যে নিয়ে এসেছি। লেখক যে-সকল সূত্র থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন আমি তা পুনরায় যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনে কিছু তথ্য সংযোজন করেছি। লেকচারে সাধারণত হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করা হয় না। আমরা হাদিসের আরবি পাঠ, সূত্র এবং মান উল্লেখ করে দিয়েছি। সর্বোপরি মানুষ হিসেবে আমাদের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোনো ধরনের ভুল নজরে এলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন তরুণ প্রকাশক মো. ইসমাইল হোসেন। এ ছাড়া অনেকে বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের জাজায়ে খাইর দান করুন, এবং লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সম্পাদকসহ সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

কায়সার আহমাদ

১৫ই জুমাদাল উলা, ১৪৪১ হিজরি

১১ই জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ, সময়- ভোর ৪:৪০।

যেভাবে আমি দীনে ফিরি...

আমার মুসলিম পরিবারে জন্ম আলহামদুলিল্লাহ! মুসলিম পরিবেশেই বেড়ে ওঠা। কিন্তু শুধু নামেই মুসলিম ছিলাম আমরা। আমার বাবা-মা ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানত এবং মানারও চেষ্টা করত, কিন্তু আমি ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক কিছু বিষয় ছাড়া তেমন কিছু জানতাম না। যেমন মদ হারাম, সুদ হারাম, শুকরের মাংস খাওয়া হারাম, মুসলমানরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, বছরে একমাস রোজা রাখে... এরকম প্রাথমিক কিছু বিষয় আমার জানা ছিল। আমরা এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠি, যেখানে প্রচুর হারাম কাজ ঘটত, শুধু ঘটতই না বরং বলা যায় হারামকে উৎসাহিত করা হতো। আপনারা জানেন বর্তমান সাউথ আফ্রিকার মুসলিম কমিউনিটি বেশ সক্রিয়। সেখানে একজন মুসলিম ছেলে-মেয়ে চাইলেই অন্যদের মতো প্রকাশ্যে বিপরীত লিঙ্গের বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারে না। হারাম কাজে জড়াতে পারে না। কিন্তু আমাদের সময়ে অবস্থা এরকম ছিল না। এরপর আমরা সিডনিতে চলে আসি, আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু সাউথ আফ্রিকায় তখন হারামকে হারাম মনে করা হতো না, লজ্জাজনক ব্যাপার বলে মনে করা হতো না। এভাবেই বিরূপ পরিবেশে আমরা বেড়ে উঠি। এককথায় বলা যায়, হারাম পরিবেশে...।

তবে আমি দীনকে তখনো ভালোবাসতাম। ইসলামকে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু দীন আমার জীবনে ছিল না।

একজন সাউথ আফ্রিকান মুসলিমের কাছেই আমি দীন বুঝেছি এবং দীনে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন শাইখ আহমাদ দিদাত রাহিমাহুল্লাহ! আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। সত্যিই তিনি একজন বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন।

আমি যখন প্রথম তার লেকচার দেখি, অভিভূত হয়ে যাই। কী চমৎকার আইডিয়া! বিশাল স্টেজে দাঁড়িয়ে ইসলাম সম্পর্কে কী দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে শ্রোতাদের সামনে একজন মুসলিম আলোচনা করছেন! আমি তার ভক্ত বনে যাই। সত্যিই অনেক কঠিন ভক্ত হয়ে যাই তার!

সুবহানাল্লাহ, এরপর আল্লাহ আমাকে দীনের বুঝ দান করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এভাবেই দীনে ফিরে আসি। (শ্রোতাদের সবাই সমস্বরে আলহামদুলিল্লাহ!)

সঞ্চালক : আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ! অনেক যুবক আপনার এই দীনে ফেরার গল্প জানতে পারবে এবং দীনে ফিরতে অনুপ্রেরণা পাবে। এরপর আপনার জীবনে পরিবর্তন ঘটে, সুবহানাল্লাহ! দীন সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে আপনি মনোযোগী হন। কিন্তু আপনার ফেলে আসা জীবনের বন্ধুবান্ধবী, বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয়, চাকচিক্যময় স্থানের জন্য কেমন বোধ করেন?

হোবলস : কোনো অনুতাপ নেই! আল্লাহর কসম! কোনো অনুতাপ, অনুযোগ নেই! আসলে অতীতে আমার তেমন পাপপঙ্কিলতার ঘটনা নেই, তেমন কোনো আবেগিক ঘটনাও নেই, যে কারণে আমাকে খুব বেশি আপ্লুত হতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু সবকিছু তো আর শেষ হয়ে যায় না (অর্থাৎ দীনে আসার পরও জাহিলি সময়ের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ হতো), যেটা ঘটেছে সেটা হলো আমার জাহিলি সময়ের সংশ্রব দীনে আসার পর কাজে লেগেছে। আমার দাওয়াহর কাজে ভালো হয়েছে। তার মানে এই নয় যে—আমি বলছি, যুবকরা দীনের পাশাপাশি জাহিলি কর্মকাণ্ড করেই যাবেন, বরং জাহিলি বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতিকে দীনের কাজে ব্যবহার করবেন।

সঞ্চালক : আমরা আশা করি সিডনির অসংখ্য যুবক আপনার লেকচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে দীনি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবেন। ইনশাআল্লাহ! এখন আমি জানতে চাই যুবকদের আকৃষ্ট করতে হলে আমাদের কী করা উচিত? কীভাবে আমরা দীনকে তাদের সামনে উপস্থাপন করব?

হোবলস : কতটা সত্য বলব? (তিক্ত সত্য হলেও সেটা বলব কি না?)

সঞ্চালক : যতটা সত্য আপনার হৃদয়ে আছে এবং যেগুলো বলা প্রয়োজন (যেভাবে আপনার মনে চায়) বলুন।

হোবলস : ঠিক আছে, বলছি। সত্যি করে যদি বলি, আমি অনেক বৈপরীত্য দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখাই একভাবে, কিন্তু বাস্তবে হয় ভিন্ন। আমরা শুধু বলি যে, তরুণদের জন্য (দীনি কাজ) করতে হবে, তরুণদের জন্য (দীনি কাজ) করতে হবে। এমনকি অনেক বড়ো বড়ো সংগঠন, ব্যাপক মিডিয়া হাইলাইটস, কিন্তু সেখানেও একই সমস্যা। আমরা যুবকদের নিয়ে আয়োজন করি, সেখানে তারা আসে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিই, কিন্তু তাদের জন্য কোনো পদক্ষেপ নিই না। তাদের কোনো কাজ বা পদ দিই না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নুসিরতু বিশ-শাবাব" আমি যুবকদের থেকেই সাহায্য পেয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবকদের খুব ভালোবাসতেন। যুবকদের রয়েছে সুন্দর মন, শক্তি, সামর্থ্য ও উদ্যম। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, আমাদের মুরুব্বি,

আমাদের আলিমদের তাদের নিয়ে ভাবতে হবে; আরও দূরদর্শিতার সাথে তাদের কাজে লাগাতে হবে। এমনিতেই আমাদের কাঁচামাল (যুবশক্তি) কম, তাই আমাদের আরও আন্তরিক হতে হবে। বিশেষ করে যুবকরা যখন জাহিলিয়াত ছেড়ে নতুন দীনে আসে, তখন তারা অনেক বেশি উদ্যমী থাকে। জ্ঞানার্জনে ক্ষুধার্ত থাকে। তারা তখন বেশি করে জানতে চায়, আমল করতে চায়। তখনই কমপ্লিট দীন চায়। এটা খারাপ না ভালো, আমি সে ব্যাপারে বলব না। কিন্তু আমাদের উচিত তাদের আরও উৎসাহ দেওয়া। আমরা দেখি—আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো, আমাদের সংগঠনগুলো সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ধ্যানধারণা নিয়ে তাদের বিচার করে। ওহে বিচারক! তাদের সন্তান, তাদের নাতি-নাতনিদের যুগ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তাদের সাথে গতানুগতিক আচরণ বাদ দিতে হবে।

সঞ্চালক : খুব সুন্দর বলেছেন। আপনি একটু আগে বললেন যে, সাউথ আফ্রিকার মুসলিম কমিউনিটি অনেক সমৃদ্ধ, অনেক সুশৃঙ্খল এবং সচেতন। দয়া করে বলবেন কি, ঠিক কোন কোন দিক থেকে বর্তমান অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম কমিউনিটি এবং সাউথ আফ্রিকান মুসলিম কমিউনিটি সমপর্যায়ের কিংবা ব্যতিক্রম?

হোবলস : হুম, আমি বলব। আমি রাজনৈতিক কোনো কথা বলব না, একেবারে খাঁটি কথা বলব—হে সাউথ আফ্রিকাবাসী! আপনারা অনেক চমৎকার পরিবেশে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় অনেক অনেক রহমতি পরিবেশে আছেন। আর যেসব ভাই, যেসব উলামায়ে কেরাম এরকম সুন্দর পরিবেশ, এত সমৃদ্ধ কমিউনিটি গঠনে কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন এবং করে যাচ্ছেন, তাদের জন্য দুআ ও কৃতজ্ঞতা।

মাশাআল্লাহ! আপনাদের ওখানে হিফজ থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক মাদরাসা রয়েছে। অনেক আলিম, অনেক দাঈ রয়েছেন। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের এত সুবিধা নেই। সেখানকার কমিউনিটি সেই তুলনায় অনেক নতুন। সেখানকার অধিকাংশ আলিম পঞ্চাশ বছরের নিচে। আপনাদের এখানে অনেক বয়স্ক আলিম, তাদের সন্তানরা আলিম, তাদের নাতিরা আলিম দেখা যায়। এই জিনিসগুলো আমাদের ওখানে নেই। কিন্তু আমার মনে হয় অস্ট্রেলিয়ায় দ্রুত মুসলিম কমিউনিটি সম্প্রসারিত হচ্ছে। সে তুলনায় সাউথ আফ্রিকায় প্রসারণ কম। এখানে অনেক ছাত্র হিফজ পড়ছে। হিফজ শেষ করে আলিম হচ্ছে। কিন্তু সে আসলে দীনের জন্য তেমন কিছু করছে না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে মুসলিমদের জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে দেখেছি। আলিম হওয়ার পরপরই তারা সালাতের ইমামতিতে লেগে যান। দীনের কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নেন। আসলে প্রতিটি অঞ্চলেই দীনের কাজে উত্থান-পতন আছে।

সঞ্চালক : সম্প্রতি (এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.) আমরা দেখেছি অস্ট্রেলিয়ার একজন দাঈ মারা যান, আর তার মৃত্যুর খবর খুব ভাইরাল হয়। তার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন...।

হেবলস : হুম। আপনি খিজির খানজের কথা বলছেন। তিনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ, আমাদের নিকটস্থ মসজিদের মুসল্লি ছিলেন। সুবহানাল্লাহ, তিনি আমাদের মতোই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেন। তার ব্যবসা ছিল। তার পরিবার ছিল। বয়স হয়েছিল মাত্র ৪১। তার ছোটো ভাই আফ্রিকায় এসেছিল পড়াশোনা করতে। শুনেছি হাফিজ হয়েছে। সে নিয়মিত ফজরে মসজিদে আসতেন। জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতেন। সালাত শেষে মসজিদের এক কোনায় বসে কুরআন হিফজ করতেন। এরপর বাসায় ফিরে যেতেন। সকাল নয়টায় বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে আসতেন। এভাবেই জীবনযাপন করতে দেখেছি তাকে। বহু বছর ধরেই তাকে আমি চিনি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—তিনি প্রতিদিন ফজরের পরে এক লাইন করে কুরআন মুখস্থ করতেন। খুব চেষ্টা করতেন মুখস্থ করতে। মুখস্থ হতে চাইত না, কিন্তু তিনি অনবরত চেষ্টা করেই যেতেন। আমার মনে পড়ে, তিনি পুরো এক সপ্তাহ জুড়ে একটি আয়াত মুখস্থ করতে চেষ্টা করতেন, পুরো এক সপ্তাহ! সুবহানাল্লাহ!! ধৈর্য সহকারে তিনি চেষ্টা করেই যেতেন।

তিনি সাউথ আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলেন উমরা করার দু মাস আগে। সেখানে তার ভাই, তার মা-সহ আত্মীয়স্বজন থাকে। দু মাস পর আমি যখন তাকে মক্কায় দেখলাম, অবাক হয়ে গেলাম। মাশাআল্লাহ! তার চেহারা নূরে জ্বলজ্বল করছিল। দুজনে হাসি বিনিময় করলাম। তিনি জানালেন যে, তিনি সাউথ আফ্রিকায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার রক্তশূন্যতা, ভিটামিনের অভাব বা এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ! আমি তার সাথে দুদিন মক্কায় কাটাই। উমরা করি। পরদিন সকালে আমি সিডনির উদ্দেশ্যে বিমানে উঠি, আর তিনি মদিনার গাড়ি ধরেন। মদিনায় সারা দিন কাটান। জোহরের সালাত আদায় করেন রওজা মুবারকের ইমামের পেছনে। প্রায় দুই ঘণ্টা সেখানে জিকির-আজকার করেন। দুআ-দুরুদ পড়েন। এরপর বাসায় ফিরে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন। তার পরিবারের লোকজন বুঝতে পারেননি যে, তার হার্টঅ্যাটাক হয়েছে। পরে তারা অ্যাম্বুলেন্স ডাকেন এবং মাগরিবের আজানের সময় তার মৃত্যু হয়। সুবহানাল্লাহ! কী সুন্দর মৃত্যু! এরপর তার জানাজা হয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা চত্বরেই। সুবহানাল্লাহ! তিনি কত ভাগ্যবান। জান্নাতুল বাকিতে তার দাফন হয়। আমি একটা জিনিস লক্ষ করলাম—একমাত্র ইসলামেই মানুষের মৃত্যু নিয়েও ঈর্ষা করা হয়। আল্লাহ যদি কাউকে উত্তম মৃত্যু দেন, তখন আমরা তাকে নিয়ে ঈর্ষা করি।

এখানে আমাদের চিন্তার একটু ত্রুটি আছে। আমরা মনে করি ভাইটি ভাগ্যবান। ভাইটির কত সুন্দর মৃত্যু হলো! কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কাউকে কোনো কিছু এমনি এমনি দিয়ে দেন না। এর পেছনে তার চেষ্টা থাকতে হয়। ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমি বিশ্বাস করি, এই ভাইটি আল্লাহ তায়ালার কাছে এরকম মৃত্যুই কামনা করেছেন (তার আমল দিয়ে এবং চেষ্টা দিয়ে)।

একুশ শতকের এতিম

বিসমিল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এ বিশাল সাত আসমান ও জমিনের মালিক, রাজাধিরাজ, সর্বশক্তিমান। দুরুদ ও সালাম মানবতার নবি, রহমতের নবি ও শেষনবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

এমন কোনো স্থানে আমি যাইনি যেখানে দেখিনি কিছু বাবা কিংবা মা কিংবা উভয়ে এসে আমাকে উদ্বেগের সাথে অনুরোধ করেননি—'প্লিজ ব্রাদার! আপনি আমাদের সন্তানদের বোঝান। পিতা-মাতার অধিকার নিয়ে আলোচনা করুন। ওদের নাসিহা দিন।'

এরকম অসংখ্যবার মুখোমুখি হয়েছি। দেখেছি চোখেমুখে হতাশা নিয়ে বাবা-মা বিলাপ করছেন, তাদের যুবক সন্তানরা কথা শুনছে না, তরুণ ছেলে-মেয়েরা গোল্লায় চলে যাচ্ছে, বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

হ্যাঁ, আমি এখন আপনাদের সেই সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলব। আপনাদের অভিযোগের ঠিক বিপরীত দিক থেকে কথা বলব। এটা ঠিক, তরুণ-যুবকরা অনেক অবাধ্য হয়ে উঠছে। তাদের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি তার চেয়ে বড়ো সমস্যা সন্তানদের বাবা-মায়েরা। আমি মনে করি, একজন তরুণ আসলে একটি পরিবারের ভেতরের পরিবেশেরই প্রতিচ্ছবি। বাবা মায়ের চরিত্রের প্রভাব সন্তানের ওপর ব্যাপকভাবে পড়ে।

একজন তরুণ বা যুবকের দিকে আঙুল তোলা খুবই সহজ...। ছেলেটা কীসব করছে...! ছেলেটা কথা শুনছে না...! ছেলেটা শেষ হয়ে গেল!

এর মূল কারণ আপনি আর আমি। কারণ আমি-আপনি অসচেতন...। আমি-আপনি জানি না—তাদের সাথে কী ধরনের কথা বলতে হবে, তাদের সাথে কী

আচরণ করতে হবে। বাবা জানে না তার দায়িত্ব কী! মা জানে না তার করণীয় কী!

আপনারা আগ থেকে জেনে এসেছেন, আমরা সাধারণত এতিম বলি এমন শিশুকে, যার বাবা অথবা মায়ের যে-কোনো একজন নেই। মা অথবা বাবার আদর থেকে তারা বঞ্চিত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা দেখছি, ছেলে-মেয়েদের মা-ও আছে বাবাও আছে, তথাপি বাবা কিংবা মায়ের সাথে তাদের সম্পৃক্তি নেই। তারা একুশ শতকের এতিম। আমি নিজে বিভিন্নজনের বাসায় গিয়ে এসব নিজ চোখে দেখেছি। সেই মা-বাবা আবার আমার কাছে এসে বলছেন—ভাই! আমার সন্তানদের একটু পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দিন, নসিহত করুন, যাতে আমাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যখন আপনি-আমি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যখন সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। সেটা এক দীর্ঘ জার্নি (সেই সময়ে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত ছিল, সন্তানের অধিকার কী, বাবা-মায়ের অধিকার কী)। সন্তানদের সাথে আমাদের আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার, কেননা তারাই আমাদের কাঁচামাল। তারাই আমাদের মূল সম্পদ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমি যেখানেই বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেছি, দেখেছি—ওয়াল্লাহি! তারা এ ব্যাপারে খুবই অনাগ্রহী।

আবার যখন ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলেছি—তারা বলেছে, তারা তাদের বাবা-মা'কে ঘৃণা করে। আমি বললাম, কেন? ছেলেটি বলল, আমার বাবা-মার সাথে আমার আসলে তেমন যোগাযোগ নেই। আমি স্কুল থেকে এসে যখন তাদের সাথে কথা বলতে চাই, কিন্তু পাই না। তারা তাদের কাজে ব্যস্ত থাকে।

আরেকবার এক ছেলের সাথে তার বাবার সম্পর্ক খারাপ জেনে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তোমার বাবার সাথে তোমার সম্পর্ক খারাপ কেন? কী হয়েছে, আমাকে বলো। সে বলল—"সত্যি বলতে আমি আমার বাবাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করি। কারণ, সে আমার খোঁজ-খবর নেয় না। আমার সাথে কখনো কোনো কথা বলে না। এমনকি আমি যখন বাবার সাথে কোনো কথা বলি, সে তখন সঠিকভাবে মনোযোগ দেয় না। অবহেলা করে। মন্দ কথা বলে। বলে—'তুমি একটা হতচ্ছাড়া, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না!' আমি গেলাম বাবার পক্ষে কথা বলতে, উল্টো বাবার বিরুদ্ধেই অভিযোগ শুনতে হলো। সে ছেলে আরও বলল—'আমি যা কিছুই করি না কেন, তিনি রেগে যান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন।'" তো ভাই এবং বোনেরা, এই হলো সন্তানদের সাথে আমাদের অবস্থা।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, শিশুদের দিকে আঙুল তোলা যায়, অনেক ভুল ধরা যায়। ১

২, ৩, ৪ বলে বলে ভুলের বিশাল তালিকা করা যায়, কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। আঙুলটা নিজের দিকে তুলুন। নিজের ভুলগুলো ধরতে শিখুন। একজন বাবা হিসেবে, একজন মা হিসেবে নিজের ভুলগুলো দেখুন। আপনি কী নিয়ে এত ব্যস্ত? কোন দিকে আপনি এত মনোযোগ দিচ্ছেন? ভাবুন।

সাউথ আফ্রিকার একজন শাইখের কাছ থেকে একটি গল্প শুনেছিলাম। সত্যি ঘটনা। একজন বাবা খুবই ব্যস্ত। একদিন তিনি বাসায় ফিরলেন। ব্যবসার ব্যস্ততা, ফোন কল এবং অনলাইন চ্যাটিংয়ে তিনি তখনো ব্যস্ত। বাসায় তার ছোটো সন্তান সারা দিন তার অপেক্ষায় থাকার পর তার সামনে আসে। তবুও তার ব্যস্ততা কমে না। সন্তান এসে কথা বলতে চায়। তার স্কুলে আজ কী হয়েছে, তার দিনকাল কেমন যাচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করতে চায়। কিন্তু বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে—'দেখছনা, আমি এখন ব্যস্ত আছি! দেখছ না আমার অনেক কাজ! তুমি তোমার রুমে যাও। তোমাকে যে আইপ্যাড কিনে দিয়েছি তাতে গেম খেলো।' ছেলেটি চলে যায়। মনে কষ্ট নিয়ে সে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি তার বাবার কাছে এসে কিছু টাকা চায়। বাবাও বেশি কিছু জিজ্ঞেস না করে টাকা দিয়ে দেয়। ছেলেটি তার রুমে চলে যায়। কিছু সময় পর বাবা শান্ত হন। মা তার কাজ শেষ করেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সন্তান কাছে আসছে না দেখে ছেলের রুমে যান। দেখেন, ছেলে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে গিয়ে মুখ তুলে দেখেন, ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাবা তখন বুঝতে পারেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন। ছেলেটি তখন তার বালিশ উঁচিয়ে দেখায় বালিশের নিচে কিছু টাকা জমানো। সে তার বাবাকে বলে—'বাবা আমাকে বলো, এক ঘণ্টায় তোমার ইনকাম কত টাকা? বলো, এক ঘণ্টায় তোমার কত টাকা ইনকাম? আমি এই টাকাগুলো জমিয়েছি, কারণ আমি তোমার এক ঘণ্টা সময় কিনতে চাই। এক ঘণ্টা সময় তুমি আমার সাথে থাকবে, আর এ সময় কোনো ফোনকল, কোনো চ্যাটিং, কোনো ব্যস্ততা থাকবে না তোমার। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি এই টাকা জমিয়ে রাখছি তোমার সাথে এক ঘণ্টা সময় কাটাব বলে।'

সম্মানিত ভাইবোনেরা, আমি আপনাদের সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করছি, বলুন তো শেষ কবে আপনার সন্তানের সাথে আপনি মন খুলে কথা বলেছেন? কবে জিজ্ঞেস করেছেন, কোন কোন বিষয়ে তারা আগ্রহী? কবে জানতে চেয়েছেন, তারা কী পছন্দ করে, কী পছন্দ করে না?

আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি শেষ কবে তার সন্তানের সাথে খেলা করেছেন, তিনি বলতে পারেননি। তাদের সাথে বসুন। খেলাধুলা করুন। অন্তরঙ্গ হোন। সত্য হলো এটাই যে, অধিকাংশই এসব করেন না। আমরা এই কাজ সেই

কাজ নানান কাজে ব্যস্ত, ব্যস্ত, ব্যস্ত...। এমনকি আমি নিজেও পারি না। আমার স্ত্রী বলে, তোমার ছেলে মুহাম্মাদ তোমার সাথে কথা বলতে চায়। তার সাথে কথা বলো। ফোন রাখো। ফোন রাখো। তাকে সময় দাও। কিন্তু আমি ব্যস্ত। এভাবেই আমরা যখন ঘরে থাকি তখনো আমরা আসলে ঘরে থাকি না, থাকি ফোনে। থাকি অন্য কোনো জায়গায়।

প্যারেন্টিং বা সন্তান লালন-পালন হচ্ছে আপনার করা কাজের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কাজ। অথচ আমরা অনেকেই এক ছাদের নিচে বসবাস করেও অনেক দূরে থাকি। স্বামী এক জগতে, স্ত্রী অন্য জগতে, সন্তান আরেক জগতে। যার যার জগতে সে সে ব্যস্ত। এ কারণেই সন্তানরা অবাধ্য হচ্ছে। সংসারে কোনো একতা নেই। পরিবারে শান্তি নেই।

পরিবারে শান্তি পেতে চাইলে সেজন্য কাজ করতে হবে। মনোযোগী হতে হবে। চেষ্টা করে যেতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। তিনি তার পরিবারের কাছে উত্তম ছিলেন।'[১] সত্যিকার অর্থে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর একজন ব্যস্ততম মানুষ। কিন্তু তারপরও তিনি তার পরিবারকে সময় দিয়ে গেছেন। আপনি যদি আপনার ব্যবসা বা কাজে ১০ ঘণ্টার মতো সময় দেন, তো সেটা ঠিক আছে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দিলে এই ছোট্ট ব্যবসার কারণে ইবাদতের সাথে, কুরআনের সাথে, পরিবারের সাথে, স্ত্রীর সাথে, সন্তানদের সাথে এবং প্রতিবেশীর সাথে আপনার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। আপনি আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কল্পনা করুন। কল্পনা করুন পৃথিবীর একজন ব্যস্ততম মানুষের জীবন। তিনি ছিলেন এমন একজন, যার দিকে তাকিয়ে থাকত পুরো উম্মাহ। যার ওপর নাজিল হতো কুরআন। মানুষের বিভিন্ন বিপদাপদে পরামর্শ দিতে হতো। দাওয়াহর কাজ করতে হতো। সমাজের একেক জনের একেক সমস্যা নিয়ে আসত, আর তাকে সে সবের সমাধান দিতে হতো। কারও বিয়ের সমস্যা, কারও আর্থিক সমস্যা, এদিকে সমস্যা, ওদিকে সমস্যা। চব্বিশ ঘণ্টা তাকে মানুষের এসব সমস্যার সমাধান করতে হতো। এত কিছুর পরও তিনি তাঁর পরিবারের জন্য সময় রাখতেন। সন্তানদের জন্য সময় রাখতেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি খাতের জন্য সময় বরাদ্দ রাখতেন।

[১] সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫।